# সেই বেদনাবিদ্ধ ১৫ আগষ্ট

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট। বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে বড় কলঙ্কময়, বেদনার দিন। ১৯৭৫ সালের এদিনে বাঙালি হারায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এদিন কাকডাকা ভোরে বিপথগামী কিছু সেনাসদস্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে খুন করে জাতির ললাটে এঁকে দেয় কলঙ্ক চিহ্ন, যে দায়ভার থেকে দেশ-জাতি আজও মুক্ত হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হয়নি ৩২ বছরেও।

বাংলার মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছিল অটুট বন্ধন। প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে তার অধিষ্ঠান। তাকে কোনো বাঙালি হত্যা করতে পারে এমন ধারণা কারও মনে ছিল না। ছিল না বঙ্গবন্ধুর মনেও। আর তাই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও ঘনিষ্ঠজনদের শত অনুরোধ উপেৰা করে রাষ্ট্রপতি হয়েও বঙ্গভবনের মতো সুরক্ষিত স্থানে না থেকে সাধারণ মানুষের মতো থেকেছেন ধানমন্ডিতে নিজ বাড়িতে। প্রতিটি মুহূর্ত থেকেছেন গরিব-দুঃখী মানুষের মধ্যে। আর এটাই তার জন্য কাল হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী ওই ঘাতকচক্র হত্যা করে বঙ্গবন্ধুকে, যা ছিল পৃথিবীর অন্যতম বিরল ও জঘন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী, লুথার কিং, লিংকন, লুমুম্বা, কেনেডি, ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু কাউকেই বঙ্গবন্ধুর মতো সপরিবারে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়নি। এদিন ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামালসহ ২২ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেলও এই নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন। যে কাজটি বর্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীও করার সাহস করেনি, সেটিই করল এ দেশের কিছু কুলাঙ্গার। স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি চক্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন করতে দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন তখনই ঘটানো হয় এ নৃশংস ঘটনা। ফলে এর সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে একটি ইতিহাসের। বঙ্গবন্ধুর নাম বাংলার আকাশ-বাতাস-মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকরা। কিন্তু তা হয়নি, হবেও না। পৃথিবীতে বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে ততদিনই থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম, তার কর্ম। দীর্ঘদিন পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু হয়। এতে ঘাতকদের ফাঁসির রায় হয়। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টে চলছে এর আপিল শুনানি। মানুষের আশা এবার হয়তো হত্যার রায় কার্যকর হবে। কলঙ্কমুক্ত হবে বাঙালি জাতি। বুক থেকে নামবে শোকের জগদ্দল পাথর।

দেশে জরুরী অবস্থা থাকায় এবার সাদামাটাভাবেই পালন হচ্ছে ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে জেলে রেখেই আওয়ামী লীগকে পালন করতে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী। এদিকে জাতীয় শোকদিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত না হলেও জাতির জনকের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ আজ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন। সাথে থাকবেন তিন বাহিনী প্রধান, বিদেশি কূটনীতিকসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি।

আওয়ামী লীগ দিবসটি পালনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ৫টায় বঙ্গবন্ধু ভবন, দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দলের সকল পর্যায়ের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, কালো পতাকা উত্তোলন ও কালোব্যাজ ধারণ; সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত; সকাল সাড়ে ৮টায় বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্ট শহীদদের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, কবরস্থান মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত; বাদ জোহর দেশব্যাপী মসজিদে মসজিদে মিলাদ মাহফিল, মোনাজাত এবং বন্যার্ত দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ। দলের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ও শিল্প বাণিজ্য সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খানের নেতৃত্বে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ ও মোনাজাত করা হবে। দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য দলের সর্বস্তরের নেতা, কর্মী, সমর্থক এবং দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট সাধারণ সম্পাদক নাট্যশিল্পী অ্যাডভোকেট তারানা হালিমের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে ৮টায় বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হবে। তাছাড়া সংগঠনের উদ্যোগে এতিমখানা ও বন্যার্তদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, মিলাদ মাহফিল, মসজিদ ও মন্দিরে দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা এই দিনটিকে যথাযথ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরন কওে থাকে। এ উপলক্ষে  মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। প্রতি বছরের মতো এবারও অস্ট্রেলিয়াতে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আজ বুধবার আওয়ামী রীগ অস্ট্রেলিয়া বাদ মাগরিব বঙ্গবন্ধু সহ ১৫ আগষ্টে নিহত সকল শহীদানের আত্মার শান্তি কামনা করে এক দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে  সিডনির মাসকাট মাসালায় বাদ মাগরিব। আগামী ১৮ আগষ্ট, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় বোটানি টাউন হলে বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অস্ট্রেলিয়া এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, শনিবার গ্রীন স্কয়ার কমিউনিটি হলে এক আলোচনা সভা, ছোট্ট সাংস্কৃতিক পর্ব ও বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করেছে।